সমকাল

27 MAY 2017

কারমাইকেল কলেজ

শতবর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠান নিয়ে সংশয়

■ রংপুর অফিস

ঐতিহ্যবাহী রংপুর কারমাইকেল কলেজের শতবর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠান নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। ছয় মাস ধরে অনুষ্ঠানের জন্য নিবন্ধিত সাড়ে ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর সোয়া কোটি টাকা ব্যাংকে পড়ে রয়েছে। প্রধান অতিথি নির্ধারণ নিয়ে জটিলতায় অনুষ্ঠানটি হচ্ছে না বলে জানা গেছে। তবে কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের কাজ চলছে। আগামী নভেম্বরে তা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জানা যায়, কারমাইকেল কলেজের শতবছর পূর্তি অনুষ্ঠানের তারিখ প্রথম নির্ধারণ করা হয় গত বছরের ৪ ও ৫ নভেম্বর। এরপর অনিবার্য কারণ দেখিয়ে অনুষ্ঠান স্থগিত করে কলেজ প্রশাসন। বিভিন্ন মহলের সমালোচনা ঠেকাতে শিক্ষক পরিষদের সিদ্ধান্তে নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয় ওই বছরের ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর। অনুষ্ঠানের তারিখ পরিবর্তনের সঙ্গে নিবন্ধনের সময় কয়েক দফায় বাড়ানো হয়।

সবশেষ গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর কলেজের নিজস্ব ওয়েবসাইট ও নিবন্ধনকৃতদের এসএমএস পাঠিয়ে অনুষ্ঠান স্থগিতের কথা জানানো হয়। এর পর থেকে অনুষ্ঠানটি আয়োজন নিয়ে আর কোনো আলোচনা নেই।

এদিকে তারিখ পরিবর্তন করার পরও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সাড়ে ১৪ হাজার সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে নিবন্ধন করেন। প্রতি শিক্ষার্থীকে নিবন্ধনের জন্য এক হাজার ৫০০ টাকা করে দিতে হয়েছে। তবে কলেজের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কিছু কম টাকা নেওয়া হয়। সব মিলিয়ে সোয়া কোটি টাকারও বেশি নিবন্ধন ফি আদায় হয়েছে। এর আগে অনুষ্ঠান স্থগিতের বিষয়ে ব্যাখ্যা ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৩

শতবর্ষ পূর্তির

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

করেন অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আবদুল লতিফ মিয়া। ওই সময় তিনি বলেন, অনুষ্ঠানের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। প্রধান অতিথি হিসেবে আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আশা করেছিলাম। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকায় ওই দিন রংপুরে আসতে পারবেন না। তার পরিবর্তে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে অতিথি করার প্রস্তাব আসে; কিন্তু তাতে বাধা আসে। জাতীয় পার্টির স্থানীয় নেতারা প্রধান অতিথি হিসেবে জাপা চেয়ারম্যান ও কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নাম প্রস্তাব করেন। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার বৈঠক হয়। কোনো সুরাহা না হওয়ায় অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়।

ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠানের বিষয়ে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। নিবন্ধনের টাকাও ফেরত দেওয়া হয়নি। নিবন্ধনকৃত সাবেক শিক্ষার্থী হাসেম মিয়া, কাদের আলী, ফারুক হোসেনসহ বেশ ক'জন ক্ষোভের সঙ্গে জানান, এভাবে বার বার অনুষ্ঠানের তারিখ পরিবর্তন তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আগামীতে অনুষ্ঠান হবে কি-না তাও পরিষ্কার নয়। অতিথি নির্ধারণ জটিলতা দ্রুত নিষ্পত্তি না হলে আগামী কয়েক বছরেও অনুষ্ঠান করা সম্ভব হবে না।

অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আবদুল লতিফ মিয়া সাংবাদিকদের জানান, শতবর্ষ অনুষ্ঠান হবে; তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠান হবে তা ধরেই যাবতীয় কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। বর্তমানে শতবর্ষপূতি উপলক্ষে ম্যাগাজিনের কাজ চলছে। নিবন্ধনের সোয়া কোটি টাকা ব্যাংকে রয়েছে; এক টাকাও খরচ করা হয়নি। ১৯১৬ সালের ১০ নভেম্বর তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার গভর্নর লর্ড থমাস ডেভিড ব্যারন কারমাইকেল ৯০০ বিঘা জমির ওপর কলেজটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তার নামানুসারেই কলেজটির নামকরণ হয়। ১৯১৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি কারমাইকেল কলেজের মূল ভবনের উদ্বোধন করা হয়।